ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১০৫ ● কলকাতা ● ০৫ বৈশাখ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১৯ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মুর্শিদাবাদ নয় এবার মালদা ছুটলেন রাজ্যপাল

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

গতকাল রাজ্যপালভবন সূত্রে জানা গিয়েছিল শুক্রবার রাজ্যপাল জাবে মুর্শিদাবাদ। যদিও তার আগেই এই মুহূর্তে সকলকে মুর্শিদাবাদ যেতে নিষেধ করেছিলেই মুখ্যমন্ত্রী। আজ সকালে হঠাৎ রাজ্যপাল গন্তব্য পরিবর্তন করেন। মুর্শিদাবাদের সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের কমিটি গড়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। কমিটিতে জাতীয়

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

সীমান্ত অঞ্চলে হিন্দুদের আইনি অস্ত্র রাখার দাবি শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- মুর্শিদাবাদের ঘটনা আমাদের শঙ্কিত করেছে। সেখানে কিছু মুসলিম আক্রান্ত হলেও আক্রমনের মূল টার্গেট ছিল হিন্দুরা। প্রসঙ্গত সমস্ত মুর্শিদাবাদে ৩০ শতাংশের কম হিন্দু। কোনো কোনো সীমান্ত অঞ্চলে সেটা ২০ শতাংশ থেকেও কম। এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দুর দাবি খুবই তাৎপর্যপূর্ন। "যে সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকায় ২০ শতাংশেরও কম হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন তাঁদের সুরক্ষায় বৈধ অস্ত্র রাখার অনুমতি দেওয়া হোক। এমনটাই দাবি করছেন তিনি। শুভেন্দুর সাফ কথা, "বিএসএফ-সিআরপিএফ সব সময় থাকে না। বাংলাদেশ থেকে যে ৫০ কিলোমিটার বর্ডার এলাকা রয়েছে, যেখানে হিন্দু জনসংখ্যা ২০ শতাংশের কম, তাঁদের কাশ্মীরের পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকার মতো বৈধ লাইসেন্স যুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া উচিত। কারণ, আত্মরক্ষার অধিকার প্রত্যেকের আছে।" শুভেন্দুর

এরপর ৩ পাতায়

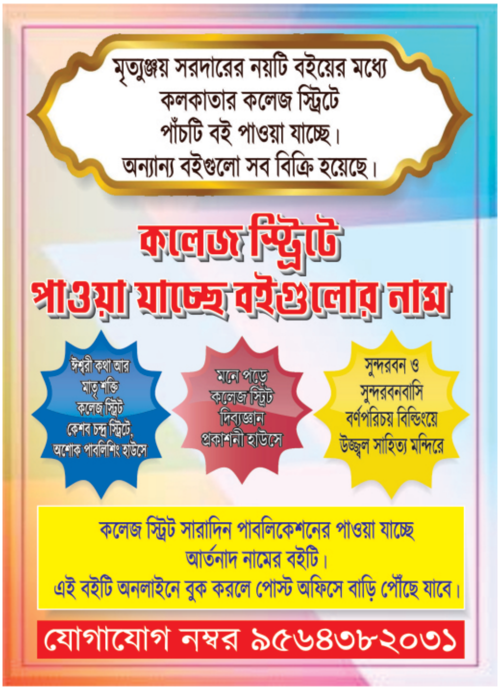

পশ্চিমবঙ্গের প্রাঞ্জল নাধানীর কৌশিও ₹11 কোটি লাভ করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা, এপ্রিল ২০২৫: ভারতের রাস্তাগুলিকে বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ করে তোলার জন্য ডেডিকেটেড একটি ই আই চালিত ভিডিও টেলিমেটিক্স স্টার্টআপ কৌশিও, তাদের চলমান সীড রাউন্ডের অংশ হিসেবে ₹11 কোটি টাকা রেজ করেছে। এই রাউন্ডে পিআইইডিএস -বিটস পিলানি এবং কারস24 এর প্রতিষ্ঠাতা - গজেন্দ্র জাঙ্গিদ এবং বিক্রম চোপড়ার মাধ্যমে 9ইউনিকর্নস, ভেঞ্চার ক্যাটালিস্টস, অ্যান্টলার ইন্ডিয়া, ইনফাইনিট ক্লাব, ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি মন্ত্রণালয় (MeitY) অংশগ্রহণ করেছে। এই রেজের পেছনে প্রাথমিক গ্রাহক এবং ইন্ডাস্ট্রি লিডার্সদের কাছ থেকেও জোরালো সমর্থন ছিল যারা প্রযুক্তির জীবন রক্ষাকারী সম্ভাবনা এবং কৌশিওর লক্ষ্যে বিশ্বাসী।

ভারতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ পরিবার তাদের প্রিয়জনদের নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। কমার্শিয়াল ড্রাইভার, ফ্লিট অপারেটরস এবং লজিস্টিক কোম্পানিগুলির জন্য, রাস্তার নিরাপত্তা কেবল একটি চেকবক্স নয় - এটি বেঁচে থাকার বিষয়। সময়ের প্রয়োজন বুঝতে পেরে, কৌশিও দুর্ঘটনা হ্রাস করতে, বফ্লিট অপারেটরসদের আর্থিক ক্ষতি রোধ করতে এবং সকলের নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি মিশনে রয়েছে।

"আমরা প্রায়ই দুর্ঘটনা এবং ঘটনার কথা শুনি, কিন্তু যা আমরা শুনতে পাই না তা হল সেইসব ভুক্তভোগীদের কণ্ঠস্বর - যারা তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে ফেলে, যেসব শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের জন্য অপেক্ষা করে যারা আর ফিরে আসে না, এবং যেসব চালকদের তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের ঘটনার জন্য দোষ দেওয়া হয়," বলেন কৌশিওর কো- ফাউন্ডার এবং সিটিও, প্রাঞ্জল নাধানি। "এআই-চালিত ভিডিও টেলিমেটিক্সের মাধ্যমে, আমরা এই ধারণাটি পরিবর্তন করছি। আমরা ফ্লিট অপারেটর, ড্রাইভার এবং যাত্রীদের রাস্তায় নিরাপদ, আরও দায়িত্বশীল এবং আরও জবাবদিহি করার সুযোগ দিচ্ছি," প্রাঞ্জল যোগ করেন।

উন্নত ভিডিও টেলিমেটিক্স প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে, কৌশিও 3 কোটি কিলোমিটারেরও বেশি নিরাপদ ভ্রমণ সক্ষম করেছে এবং 16 লক্ষেরও বেশি ভ্রমণ সুরক্ষিত করেছে, ঝুঁকি হ্রাস করেছে, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করেছে এবং অপারেশন্স অপ্টিমাইজ করেছে। শফর, ইউরো কারস , নাম্মা যাত্রী, আইআইটিগুলি, সিটিফ্লো ইত্যাদির মতো শীর্ষস্থানীয় মবিলিটি এবং লজিস্টিকস প্রোভাইডারদের দ্বারা বিশ্বস্ত, কৌশিও প্রতিদিন নিরাপদ এবং দক্ষ ভ্রমণ নিশ্চিত করে। ভারত জুড়ে 35+ শহরে পরিচালিত, কৌশিও তার ইপিআই এর মাধ্যমে 50 কোটিরও বেশি লোকেশন ডেটা পয়েন্ট সরবরাহ করেছে - এইভাবে ব্যবসাগুলিকে আরও স্মার্ট, ডেটা-চালিত ফ্লিট অপেরেশন্সের জন্য রিয়েল-টাইম ইনসাইটস দিয়ে সজ্জিত করেছে।

উড়িষ্যা থেকে ঝাড়গ্রামে গাঁজা পাচারের আগে পুলিশের জালে ২, উদ্ধার ১১ কেজি গাঁজা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

গাঁজা পাচারের অন্তঃরাজ্য চক্রের হদিস পেল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। উড়িষ্যার বারিপাদা থেকে ঝাড়খন্ড হয়ে ঝাড়গ্রামে গাঁজা পাচারের পরিকল্পনা ভেস্তে দিল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশের বড়সড় সাফল্যে ঝাড়গ্রামের নেতুরাতে ১১ কেজি গাঁজা-সহ দুই জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ । অভিযুক্তদের নাম সঞ্জীব হালদার ও প্রতীক নাথ। তাদের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত ঠাকুরতলা এলাকায়। জানা গিয়েছে, গোপনসূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তল্লাশি

এরপর ৪ পাতায়

তৃণমূলের সভাতেও দিলীপ ঘোষের বিয়ের প্রসঙ্গ উঠে এলো

সুলেখা চক্রবর্তী,হাওড়া

তৃনমূল সভাতে ও উঠে এল দিলীপ ঘোষের বিবাহের প্রসঙ্গ। দলীয় সভায় দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করতে গিয়ে শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল দিলীপ ঘোষের বিবাহের প্রসঙ্গ তোলেন। এবং শুভেন্দু অধিকারীকে নিত বরং হওয়ার পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য রাম নবমীর পর পরেই হাওড়ার শ্যামপুরের খাড়ুবেড়িয়া মোড় থেকে বেলপুকুর পর্যন্ত হিন্দু সংহতির ব্যানারে মিছিল করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।এই মিছিলের পরে বেলপুকুরে সভা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সরকারকে আক্রমন করেছিলেন। ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত হিন্দু সংহতির ব্যানারে মিছিল, সভা হলে ও

সেদিন অনেকটাই রাজনৈতিক রং লেগেছিল।এবার তাই রাজনৈতিক মিছিল,সভা করে পাল্টা জবাব দিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার বিকেলে শুভেন্দু অধিকারীর মিছিলের ফিরতি পথে অর্থাৎ বেলপুকুর থেকে খাড়ুবেড়িয়া পর্যন্ত গ্যাস, ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইস্যু করে মিছিল করলো শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস।মিছিলে অংশ নেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল,অজয় ভট্টাচার্য, আই এন টি টি ইউ সি নেতা শ্রীধর মন্ডল প্রমুখ। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী পুলক রায় বলেন," কেন্দ্র জল জীবন মিশনের আড়াই হাজার কোটি টাকা আগষ্ট থেকে দেয় নি।ফলে পি এইচ ই র কাজ ব্যাহত হয়।পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আড়াই হাজার কোটি টাকা দিলে কাজের গতি আসে।"এদিন শ্যামপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।নাম না করে শুভেন্দু কে প্রতি মাসে আসার আহ্বান জানিয়ে কটাক্ষ করেন। উল্লেখ্য এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের এই সভায় বি জে পির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বিবাহের তোলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল।"

(১ম পাতার পর)

মুর্শিদাবাদ নয় এবার মালদা ছুটলেন রাজ্যপাল

মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের একজন করে সদস্য থাকবে এই কমিটিতে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের অশান্তিতে এনআইএকে তদন্তভার দেওয়া নিয়ে বিষয়টি কেন্দ্রের উপরেই ছেড়েছে আদালত। সম্ভবত সেই কারণেই রাজ্যপালের গন্তব্য পরিবর্তন।শুক্রবার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মালদহে রওনা দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। পাশাপাশি এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন রাজ্যপাল। মুর্শিদাবাদে এখনও মোতায়েন রয়েছে আধাসেনা। পুলিশ সিট গঠন করে হিংসার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত ২৭৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। ছন্দে ফিরছে নবাবের জেলা। এখন দেখার মালদায় গিয়ে কোন বার্তা দেন রাজ্যপাল।

(১ম পাতার পর)

সীমান্ত অঞ্চলে হিন্দুদের আইনি অস্ত্র রাখার দাবি শুভেন্দুর

এই দাবি নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছে। প্রত্যেকের আত্মরক্ষার অধিকার আছে এটা যেমন ঠিক তেমনই অস্ত্র থাকলে গন্ডগোল বাধার সম্ভাবনাও বেশি।এখানেই না থেমে শুভেন্দুর আরও ব্যাখ্যা, “কাশ্মীরে তো বর্ডারের বহু গ্রামে এই ব্যবস্থা আছে। স্পেশ্যাল এক্টের আওতায় তো আছে। কাশ্মীরের মতো একই মডেল মুর্শিদাবাদে না করতে পারলে ১০-১৫ শতাংশ হিন্দু যেখানে আছে তা থাকবে না।” তিনি বলেন এটা না করতে পারলে পুরো মুর্শিদাবাদ একদিন সংখ্যালঘুদের হাতে চলে যাবে। সেখানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার বেড়েই চলবে।

প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকদিনে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকায়। হিংসার আগুনে জ্বলে সামশেরগঞ্জ, সুতির মতো এলাকা। ঝরেছে প্রাণ।

দীর্ঘদিন কর বকেয়া থাকলে নিলামে উঠবে সেই সম্পত্তি

বেবি চক্রবর্তী :কলকাতা

কলকাতা কর্পোরেশনে এই নিয়ম দীর্ঘদিন ছিল। কিন্তু কিছু আইনি সমস্যার জন্য সেই সম্পত্তি নিলাম করা যাচ্ছিলো না। এবার নতুন করে উদ্যোগ নিলো কলকাতায় কর্পোরেশন।

সম্পত্তিকর বকেয়া থাকা বাসিন্দাদের বার বার সতর্ক করার পরেও তাঁরা যদি কর না মেটান, শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই এই চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন পুর কর্তৃপক্ষ। নিয়ম মতো, সরকার অনুমোদিত ভ্যালুয়ার অথবা চার্টার্ড ভ্যালুয়ার সার্ভেয়র বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন করে থাকেন। তার ভিত্তিতে সংযুক্ত হওয়া সম্পত্তির ‘সেল প্রাইস’ (বিক্রয়মূল্য) এবং ‘রিজার্ভ

প্রাইস’ (ন্যূনতম মূল্য) নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচিত ১১টি সংস্থা এখন থেকে সেই কাজই করবে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। কলকাতা পুর আইন, ১৯৮০-র ২২১এ এবং ২২১বি ধারা অনুযায়ী, কর না-মেটানোর জন্য সংযুক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রির আগে সেগুলির ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণে এই তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির কাছ থেকেই দরপত্র নেওয়া হবে। যে সংস্থা নির্বাচিত হবে, তাকে কাজের বরাত দেওয়া হবে।এর ফলে একদিকে কাজের স্বচ্ছতা বাড়বে, অন্যদিকে কাজের গতি বাড়বে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে যদি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিয়ে আইনি বিতর্ক দেখা দেয়, তা হলে আদালতে নিরপেক্ষ মূল্যায়নের নথি প্রমাণ হিসাবেও দাখিল করা যাবে। কলকাতা পুরসভার তরফে এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে, মামলার প্রয়োজনে কোনও সংস্থাকে সাক্ষ্য দিতে হলে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াই তা করতে হবে। মূল্যায়নের নথি একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে প্রস্তুত করতে হবে বলে পুরসভা সূত্রের খবর। সেখানে থাকবে— সম্পত্তির বিবরণ (শিরোনাম, অবস্থা), ছবি, নকশা, সংশ্লিষ্ট এলাকার বাজার-প্রবণতা এবং একটি মূল্যায়ন-শংসাপত্র।

কারা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করছে?' ধনকড়ের 'সুপার পার্লামেন্ট' তোপের পালটা কটাক্ষ সিব্বলের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের তোপের পর, এবার পালটা কটাক্ষ রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিব্বলের। বিলে সই করতে রাষ্ট্রপতিকে 'ডেডলাইন' বেঁধে দেওয়া ঘটনায় দেশের বিচার ব্যবস্থাকে 'সুপার পার্লামেন্ট' বলে কটাক্ষ করেছিলেন ধনকড়। পালটা এবার কপিল সিব্বল প্রশ্ন তুললেন, 'কারা দেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করছে?'উপরাষ্ট্রপতি এভাবে রাষ্ট্রপতিকে ডেডলাইন বেঁধে দেওয়াটা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর প্রশ্ন, "কোন পথে এগোচ্ছে আমাদের দেশ। এ দেশে হচ্ছেটা কী? আমরা গণতন্ত্রের সঙ্গে কোনওদিন আপস করিনি। আজকের দিনটা দেখার জন্য তো এত সংগ্রাম করিনি। এখন দেখা যাচ্ছে, ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও একটা বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। এটা তো আর সামান্য কিছু নিয়ে মতামত দেওয়া নয়। এখানে বলা হচ্ছে, সময়মতো সিদ্ধান্ত না নিলে বিল আইনে পরিণত হবে।" ধনকড় আরও বলেন, "কীসের ভিত্তিতে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে? বিচারব্যবস্থা সংবিধানের ১৪২ ধারাকে নিউক্লিয়ার মিসাইলের মতো ব্যবহার করছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে বিচারপতিরাই আইন তৈরি করছেন। তাঁরাই নির্দেশ কার্যকর করছেন। এই

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

১ মে থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টোল প্লাজাগুলিতে রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ

বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে, ১ মে থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টোল প্লাজাগুলিতে রাজস্ব আদায় করা হবে। এর ফলে বর্তমানে ফাস্ট্যাগের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাপনাটিকে বাতিল করা হবে। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক এবং জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

টোল প্লাজাগুলিতে যানবাহন যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলাচল করতে পারে, তারজন্য 'এএনপিআর-ফাস্ট্যাগ-বেসড ব্যারিয়ার-লেস টোলিং সিস্টেম'-এর সূচনার বিষয়টি ভাবা হচ্ছে। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করার ফলে যান চলাচলের সময় কম হয়। প্রাথমিকভাবে গুটিকয়েক টোল প্লাজাকে বাছাই করা হয়েছে যেখানে নতুন এই ব্যবস্থাপনাটি কার্যকর হবে।

অত্যাধুনিক এই রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থাপনাটি 'অটোমেটিক নাম্বার প্লেট রিকগনিশন' – এএনপিআর (স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির নাম্বার প্লেটকে শনাক্ত করা) প্রযুক্তির সাহায্যে কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থাপনায় গাড়ির নাম্বার প্লেট শনাক্ত করে টোল প্লাজাগুলিতে যে ফাস্ট্যাগ ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার সাহায্যে রাজস্ব আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ব্যবস্থার সাহায্যে নির্ধারিত অ্যাকাউন্ট থেকে টোল বাবদ অর্থ সংগ্রহ করা হবে। এএনপিআর-এর অত্যাধুনিক ক্যামেরা গাড়ির নাম্বার প্লেটটিকে শনাক্ত করে ফাস্ট্যাগ রিডারের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় টোল প্লাজায় কোনো গাড়িকে রাজস্ব দেওয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে না। যদি কোনো গাড়ি থেকে রাজস্ব সংগ্রহ না করা যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট গাড়ির মালিককে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে নোটিশ পাঠানো হবে। এরপরও যদি টোল বাবদ রাজস্ব না পাওয়া যায় তাহলে তাঁর ফাস্ট্যাগ বাতিল করা হবে এবং 'বাহন'-এর নিয়ম অনুসারে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

'এএনপিআর-ফাস্ট্যাগ-বেসড ব্যারিয়ার-লেস টোলিং সিস্টেম'-কে নির্ধারিত টোল প্লাজাগুলিতে কার্যকর করার জন্য জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ দরপত্র আহ্বান করেছে। এই ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে দেশজুড়ে এটিকে কার্যকর করা যায় কিনা।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

আর যখন তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে তখন সে খালি হাতেই যাবে । এটা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী হয়ে আসছে। স্রষ্টার সৃষ্টিকে আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারিনা। সংসার জীবনে সময় সম্পত্তি আসয় বিষয় সবকিছুই যেন একটা পরিপূর্ণ ও নিজে যেন অট্টালিকার পাড়ে বসে থাকি তেমনই আশা মানবহৃদয় জেগে ওঠে। এই সম্পত্তি পাওয়ার আশায় মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে দেবী কোজাগরী লক্ষ্মী কে জাগ্রত করেছে,কেউ মন্ত্র পাঠ করে, কেউ নিজের আচার-অনুষ্ঠান, কেউ বা আত্মার বিশ্বাসের একটি রূপ পূজিত করে।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(2 পাতার পর)

উড়িষ্যা থেকে ঝাড়গ্রামে গাঁজা পাচারের আগে পুলিশের জালে ২, উদ্ধার ১১ কেজি গাঁজা

অভিযান চালান ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ আধিকারিকরা । বৃহস্পতিবার রাত্রে ঝাড়গ্রামের নেতুরাতে পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় চারচাকা গাড়িতে গাঁজা পাচারের ঘটনায় ফিল্মি কায়দায় দুজনকে গ্রেফতার করে। তাদের থেকে উদ্ধার হয় ১১ কেজি গাঁজা। অভিযুক্তদের শুক্রবার পেশ করা হয় ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে। পুলিশ অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে অবৈধভাবে মাদক পাচারকারীরা ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়া, পুরাতন ঝাড়গ্রাম, রাধানগর, বাগবেড় সহ একাধিক এলাকায় তাঁরা গাঁজা বিক্রি করতেন। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা জানান, পুলিশ প্রশাসনের কাছে গোপন সূত্রে খবর থাকায় পুলিশ নেতুরাতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করেছে। কোথা থেকে গাঁজা আসছে এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গাঁজা তা ইতিমধ্যে তদন্ত করে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি, গাঁজা পাচার চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে । ইতিমধ্যে মামলা রুজু করে পুরো ঘটনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ প্রশাসন। গাড়িতে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ গাঁজা । পুলিশি অভিযানে ব্যর্থ হল পাচারের চেষ্টা । পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন। সাধুবাদ জানিয়েছেন ঝাড়গ্রাম জেলাবাসী।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সূর্যের জেরায় ভেঙে পড়ে তাঁকে সব জানান সন্ধ্যা। শনির ওপর এতদিন এত অন্যায় হয়েছে বুঝতে পেরে নিজের ভুল স্বীকার করেন সূর্য্য। শনিকে সৌরমণ্ডলে স্থান দেন তিনি। কর্মফলের দেবতা হিসেবে শনিকে উন্নীত করা হয়। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সঙ্ঘের নিষেধ উড়িয়ে বিয়ের পিঁড়িতে প্রচারক দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিয়ে করছেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পাত্রী? দলীয় কর্মী রিঙ্কু মজুমদার। আজ, শুক্রবার দিলীপের রাজারহাটের বাড়িতেই চার হাত এক হবে। হিন্দু রীতি মেনে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে মেদিনীপুরের প্রাক্তন এমপি'র বিয়ের পর্ব সম্পন্ন হবে। পাত্রী রিঙ্কু মজুমদার ফোনে বলেন, 'আমরা নিজেরা নিজেদের অভিভাবক।কলকাতা: বিয়ে করছেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পাত্রী? দলীয় কর্মী রিঙ্কু মজুমদার। আজ, শুক্রবার দিলীপের রাজারহাটের বাড়িতেই চার হাত এক হবে। হিন্দু রীতি মেনে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে মেদিনীপুরের প্রাক্তন এমপি'র বিয়ের পর্ব সম্পন্ন হবে। পাত্রী রিঙ্কু মজুমদার ফোনে বলেন, 'আমরা নিজেরা নিজেদের অভিভাবক। নিজেদের সম্মতিতে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছি।' দিলীপ ঘোষ বিয়ের কথা স্বীকার করেছেন। জনা চল্লিশেক অতিথিকে নিয়ে ছোট অনুষ্ঠান। থালি কি নিরামিষ? তা কিন্তু নয়। অতিথিদের জন্য আজ মেনুতে মাংস থাকছে না ঠিকই।

তবে থাকবে একাধিক মাছ ও সব্জির আইটেম।নিজেদের সম্মতিতে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছি।' দিলীপ ঘোষ বিয়ের কথা স্বীকার করেছেন। জনা চল্লিশেক অতিথিকে নিয়ে ছোট অনুষ্ঠান। থালি কি নিরামিষ? তা কিন্তু নয়। অতিথিদের জন্য আজ মেনুতে মাংস থাকছে না ঠিকই। তবে থাকবে একাধিক মাছ ও সব্জির আইটেম।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) ডাকে বাড়ি ছেড়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। বাংলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় বছরের পর বছর সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব সামলেছেন। জুটেছিল 'সঙ্ঘ প্রচারক' তকমা। কিন্তু প্রচারক হওয়ার মূল শর্ত কী? অবিবাহিত থাকা। প্রচারক হয়ে ছাদনাতলায় যে যাওয়া যায় না, তা দিলীপবাবুকে বোঝাতে আসরে নেমেছিলেন সঙ্ঘের শীর্ষ কর্তারাও। তাতে অবশ্য চিঁড়ে ভেজেনি। কৌমার্য ভাঙবেনই, পণ করেছিলেন তিনি। সঙ্ঘের বিরাগভাজন হয়েছেন দিলীপ ঘোষ। যদিও ২০১৪ সালে এই সঙ্ঘই তাঁকে বিজেপিতে পাঠায়। সেখান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক উত্থান।

২০১৫ সালে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি। ২০১৬ সালে খড়্গপুর (সদর) কেন্দ্র থেকে বিধায়ক। ২০১৯ সালে মেদিনীপুরের এমপি। 'গোরুর দুধ থেকে সোনা' খুঁজে পাওয়ার তথ্য সর্বসমক্ষে এনে কার্যত হাসির খোরাক হয়েছিলেন দিলীপবাবু। তাতেও থামানো যায়নি তাঁকে। কুকথা, মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক কথাবার্তা, অস্ত্র হাতে ধরার নিদানের মতো বিতর্কে বারবার জড়িয়েছেন তিনি। দলবদলুরা পদ্মপার্টিতে 'অনুপ্রবেশ' করায় ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের পর থেকেই দিলীপবাবুর গ্রাফ নামতে শুরু করে। পার্টিতে একের পর এক পদ খোয়াতে শুরু করেন তিনি। গত লোকসভা নির্বাচনে তাঁর কেন্দ্রও বদলে দেওয়া হয়। বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে হেরে যান দিলীপ। সে নিয়ে দলের একাংশের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছিলেন গোপীবল্লভপুরের 'নাড়ু'। তখন থেকেই তীব্র হতাশা গ্রাস করতে থাকে দিলীপবাবুকে। হতাশা আর অবসাদের এই সময়েই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে রিঙ্কুদেবীর।

তিনি দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন। কয়েক মাস আগে তাঁরা একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। সূত্রের দাবি, দিলীপ ঘোষের বিয়ে আটকাতে সঙ্ঘ ও বিজেপির শীর্ষ স্তর থেকে লাগাতার চেষ্টা হয়েছে। বর্ধমানে তাঁর সঙ্গে একান্তে দেখা করেছিলেন স্বয়ং সরসঙ্ঘ চালক মোহন ভাগবত। এমনকী প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক আমলা কয়েকদিন আগে ফোনে তাঁকে বিয়ে না করার পরামর্শ দেন। কারণ, হাজার হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থকের কাছে তাঁর একটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। গত কয়েকদিন বহু কর্মী দিলীপের দুয়ারে গিয়ে কান্নাকাটি পর্যন্ত করেছেন। কিন্তু দিলীপবাবুকে টলানো যায়নি।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৩ পাতার পর)

কারা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করছে?' ধনকড়ের 'সুপার পার্লামেন্ট' তোপের পালটা কটাক্ষ সিব্বলের

বিচারপতিরাই সুপার পার্লামেন্ট হিসাবে কাজ করছেন।"উপরাষ্ট্রপতির মন্তব্যের পালটা শুক্রবার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিব্বল বলেন, “ওনার মন্তব্যে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। আমার মনে হয় যখন বিচারব্যবস্থার সিদ্ধান্ত সরকারের পছন্দ হয় না তখনই এই ধরনের অভিযোগ তোলা হয়। যখন তাঁদের পক্ষে সিদ্ধান্ত যায়, তখন সব ঠিক থাকে। যেমন রামমন্দির ও ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।” এরপরই ধনকড়কে তোপ দেগে বলেন, “উনি কীভাবে বলতে পারেন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২কে পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে? আপনি জানেন সুপ্রিম কোর্টকে অনুচ্ছেদ ১৪২ প্রয়োগের ক্ষমতা সংবিধান দিয়েছে যাতে আইনি জটিলতা পেরিয়ে মানুষ ন্যায়বিচার পান। যখন রাষ্ট্রপতি কোনও সিদ্ধান্ত নেন তা ক্যাবিনেটের পরামর্শ মতো নেন। একইভাবে রাজ্যপালের কাছে বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল যায়। সংবিধান রাজ্যপালকে অধিকার দিয়েছে সেই বিল ফেরত পাঠানোর। তবে তা দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে এলে তিনি সাক্ষর করতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, এটা মাননীয় ধনকড় মহাশয়ের জানা উচিত।” একইসঙ্গে পালটা তাঁর প্রশ্ন, “উনি তো উলটো কথা বলছেন। সংবিধানে পাশ হওয়া কোনও বিল কী রাষ্ট্রপতি ফেলে রাখতে পারেন?” একইসঙ্গে বলেন, “কীভাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে? কারা রাষ্ট্রপতির অধিকার খর্ব করছে?”

উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল আইনসভায় পাশ হওয়া বিল নিয়ে ঐতিহাসিক মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, আইনসভা থেকে পাশ হয়ে আসা বিল অনন্তকাল আটকে রাখতে পারেন না রাষ্ট্রপতি। তিনমাসের মধ্যে তাঁকে মতামত জানিয়ে দিতে হবে। রাজ্যপালদের জন্যও ওই একই নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, রাজ্যপালের কাছ থেকে আসা বিলে তিনমাসের মধ্যে মতামত জানিয়ে দিতে হবে রাষ্ট্রপতিকে। যদি তিনমাসের মধ্যে তা সম্ভব না হয়, তাহলে দেরি হওয়ার যথাযথ কারণ জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে।

উপরাষ্ট্রপতি এভাবে রাষ্ট্রপতিকে ডেডলাইন বেঁধে দেওয়াটা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর প্রশ্ন, "কোন পথে এগোচ্ছে আমাদের দেশ। এ দেশে হচ্ছেটা কী? আমরা গণতন্ত্রের সঙ্গে কোনওদিন আপস করিনি। আজকের দিনটা দেখার জন্য তো এত সংগ্রাম করিনি। এখন দেখা যাচ্ছে, ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও একটা বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। এটা তো আর সামান্য কিছু নিয়ে মতামত দেওয়া নয়। এখানে বলা হচ্ছে, সময়মতো সিদ্ধান্ত না নিলে বিল আইনে পরিণত হবে।" ধনকড় আরও বলেন, "কীসের ভিত্তিতে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে? বিচারব্যবস্থা সংবিধানের ১৪২ ধারাকে নিউক্লিয়ার মিসাইলের মতো ব্যবহার করছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে বিচারপতিরাই আইন তৈরি করছেন। তাঁরাই নির্দেশ কার্যকর করছেন। এই বিচারপতিরাই সুপার পার্লামেন্ট হিসাবে কাজ করছেন।"

দিলীপের বিয়ের দিনই বৈঠকে বিজেপি,

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের আশায় বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। এই অবস্থায় শুক্রবার সকালে সল্টলেকে বিজেপির দফতরে বৈঠকে বসলেন সুকান্ত মজুমদাররা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল।জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে গ্রাম-গঞ্জের ভোটে আরও নজর দিতে চায় গেরুয়া শিবির। তাই, নেতাদের গ্রাম-মুখী করতে উদ্যোগী হয়েছেন সুকান্তরা। বাম আমলে দেখা গিয়েছে, গ্রামের ভোটারদের ভোটই প্রধান শক্তি ছিল বামেদের। এখন তৃণমূলের ক্ষেত্রেও তাই। বিজেপি নেতৃত্ব

মনে করছে, কলকাতার বাইরে শহরাঞ্চল বা পুর এলাকাগুলির অনেক জায়গায় তৃণমূলের চেয়ে এগিয়ে বিজেপি। কিন্তু, গ্রামাঞ্চলে শাসকদলের চেয়ে অনেকটাই পিছনে গেরুয়া শিবির। কয়েকদিন আগে গ্রাম চলো নিয়ে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। এবার তাতে আরও জোর দেওয়ার বার্তা দেওয়া হল এদিনের বৈঠকে। জেলাগুলিতে সংগঠনের হালও সভাপতিদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, এদিন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বিয়ে। বৈঠকের আগে নিউটাউনে তাঁর বাড়িতে গিয়ে গেরুয়া শিবিরের অনেক নেতা দেখা করে আসেন।আর এই বৈঠকেই 'গ্রাম চলো'-র বার্তা দিলেন বিজেপি নেতারা।

রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচন এখনও শেষ হয়নি। রাজ্যে বিজেপির ৪৩টি সাংগঠনিক জেলা রয়েছে। তার মধ্যে ৩৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নির্বাচন হয়েছে। এখনও ১০টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নির্বাচন বাকি। এর পাশাপাশি রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্ত মজুমদারই থাকবেন, নাকি অন্য কেউ এই পদে বসবেন, তা এখন ঠিক হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এদিনের বৈঠক হল।

বৈঠকে সুকান্ত ছাড়াও যুব মোর্চার সভাপতি ও মহিলা মোর্চার সভানেত্রী উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকরা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীরা। ৩৩টি সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতিরাও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আর যে জেলাগুলিতে এখনও নির্বাচন বাকি, সেই জেলাগুলির বর্তমান সভাপতিদের দেখা গেল এদিন।

সিনেমার খবর

মধ্যপ্রাচ্যে নিষিদ্ধ 'দ্য ডিপ্লোম্যাট', মর্মাহত জন আব্রাহাম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

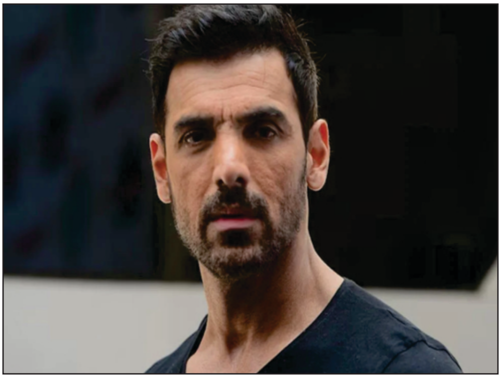

গত মাসে বলিউড ছবি 'দ্য ডিপ্লোম্যাট' মুক্তির পর থেকেই বেশ সাড়া ফেলে ভারতের বক্স অফিসে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে সিনেমাটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অভিযোগ ওঠে, ছবিটি উগ্রবাদী ও পাকিস্তান বিরোধী। এবার সে প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন বলিউড অভিনেতা জন আব্রাহাম, সঙ্গে দুঃখও প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, বিশেষ করে ভারতের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছে জন আব্রাহাম অভিনীত এই সিনেমা। কিন্তু ভারত এবং পাশ্চাত্য দেশে সিনেমাটির জয়জয়কার হলেও মধ্যপ্রাচ্যের সিনেমাটি দেখানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আর তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন আব্রাহাম।

জন বলেন, 'এই ছবিটি কোনো জঙ্গিবাদের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়নি। রীতেশ শাহ একটি অসাধারণ স্ক্রিপ্ট লিখেছেন, কিন্তু পরিচালক শিবম নায়ারের কৃতিত্বও কিছু কম নয়। এই সিনেমায় কোনো দেশকে ভালো দেখাতে গিয়ে অন্য কোনো দেশকে ছোট করা হয়নি।'

জন বলেন, 'সিনেমাটি তৈরি করার আগে শিবম এবং আমি দুজনেই ঠিক করেছিলাম এটি কোনও উগ্রবাদী ছবি হবে না। আমরা খুব হালকা সীমারেখা তৈরি করেছিলাম যাতে এই সিনেমাটি দেখে কেউ কষ্ট না পান। প্রত্যেক দেশেই ভালো এবং খারাপ মানুষ থাকে, কিন্তু কোনও দেশকে এখানে ছোট করা হয়নি।'

মধ্যপ্রাচ্য সিনেমাটি নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে মর্মাহত জন। নায়ক বলেন, 'এটি কোনো পাকিস্তান বিরোধী সিনেমা নয়। এই সিনেমায় আমরা দেখিয়েছি পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থা কতটা সৎ। একজন সৎ পাকিস্তানি আইনজীবী এবং একজন সৎ পাকিস্তানি বিচারপতিকে আমরা দেখিয়েছি। শুধু তাই নয়, সীমান্তে টহলদারি পুলিশও সৎ ছিলেন এই সিনেমায়। যাদের দেখানো হয়েছে তারা সকলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তাই এই সিনেমাটি নিয়ে আপত্তি তোলার কোনো কারণ নেই।'

ভূমি ভাবতেই পারেননি তার জীবনে এমন সুযোগ কখনও আসবে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেত্রী ভূমি পেড়নেকারের গল্পটা শুরু হয়েছিল ১০ বছর আগে 'দম লাগা কে হাইশা' সিনেমার মধ্য দিয়ে। 'দম লাগা কে হাইশা' ছবিতে তাঁর চরিত্র ছিল সাহসী, বাস্তব আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবিম্ব। সেদিন কেউ ভাবেননি এই মেয়ে একদিন গ্ল্যামার আর ঝলকানিতে ভরা চরিত্রে দাপিয়ে বেড়াবেন। কিন্তু সময় বদলেছে, বদলেছেন ভূমিও।

তবে একটি জিনিস বদলায়নি– তাঁর আত্মবিশ্বাস। ২০২৫ সালে এসে ভূমি ওয়েব সিরিজ জগতে পা রাখছেন। তাঁকে দেখা যাবে 'দ্য রয়্যালস' নামের সিরিজে। এতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন ঈশান খট্টার। সম্প্রতি সিরিজটির ট্রেলার প্রকাশের পর এ জুটি নিয়ে ইতোমধ্যে দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সিরিজে অভিনয় প্রসঙ্গে ভূমি বলেন, 'আমি খুবই রোমাঞ্চিত। এ সিরিজ নিয়ে আমি চাঁদে ওঠার স্বপ্ন দেখছি না, শুধু চাই সবাই কাজটাকে ঠিকভাবে দেখুক। এখন পর্যন্ত যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, তাতে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। ঈশানের সঙ্গে কাজ করাও বেশ আনন্দের।'

এ সিরিজে ভূমিকে দেখা যাবে একজন গ্ল্যামারাস ও সফল নারী উদ্যোক্তার ভূমিকায়। এক দশক আগে যে অভিনেত্রী নিজের শরীর নিয়ে সামাজিক বার্তা দিতে সিনেমায় এসেছিলেন, আজ তিনিই ধরা দিচ্ছেন একদম ফ্যাশন-ফরোয়ার্ড, ঝকঝকে এক চরিত্রে। তবে এ পরিবর্তনে তিনি গর্বিত হলেও, আত্মবিশ্বাস হারাননি নিজের পুরোনো রূপে ফিরতে।

ভূমি বলেন, 'আমি আজকের ভূমি হতে পেরেছি বলেই পুরোনো ভূমিও আজও বাঁচে আমার মধ্যে।' তবে শুধু গ্ল্যামার নয়, ভূমির পথচলা বরাবরই এক সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গী। তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর প্রথম ছবিই তাঁকে এ দিকচিহ্ন দিয়েছিল। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে ভূমি বলেন, ''যখন 'দম লাগা কে হাইশা' দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম, তখন ভাবতেই পারিনি আমি 'দ্য রয়্যালস' সিরিজে একদিন এমন একটি চরিত্র করব।

এ সিরিজে আমি একেবারে নায়িকাসুলভ একটি চরিত্রে আছি। যদি আবার এমন কোনো চরিত্র করতে হয়, যেখানে আমায় নিজেকে বদলাতে হবে, আমি একপলকে রাজি হয়ে যাব। আমার সাফল্য এ পরিবর্তনে নয় বরং এ ব্যাপারে যে, ১০ বছর আগে যে মেয়ে 'দম লাগা কে হাইশা' করেছিল, সেই আজ 'দ্য রয়্যালস'-এর এ চরিত্রও করছে।'' 'দ্য রয়্যালস'-এর মাধ্যমে ভূমি পেড়নেকার শুধু ওটিটিতে অভিষেক করছেন না, বরং প্রমাণ করছেন কোনো ফরম্যাটে নিজেকে আটকে না রেখে, নিজের বিশ্বাস ও স্বকীয়তাই একজন শিল্পীর আসল পরিচয়।

শাহরুখ-দীপিকা আবারও জুটি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের সবচেয়ে আলোচিত অনস্ক্রিন জুটিগুলোর মধ্যে অন্যতম শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন। যখনই শাহরুখ ও দীপিকা একসঙ্গে পর্দায় এসেছেন, তখন যেন এক আলাদা রসায়ন তৈরি হয়েছে। 'ওম শান্তি ওম' থেকে শুরু করে 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'পাঠান' কিংবা 'জওয়ান'– প্রতিটি সিনেমাই যেন প্রমাণ করে দেয় এ জুটি কখনও পুরোনো হয় না।

এবার তাদের দেখা যাবে পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের নতুন অ্যাকশন থ্রিলার 'কিং' সিনেমায়। ২০২৬ সালে মুক্তি পেতে চলা 'কিং' সিনেমার গল্পে রয়েছে এক নতুন মোড়, এক নতুন আবেগ। ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, 'কিং' সিনেমায় দীপিকাকে দেখা যাবে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রে। তিনি অভিনয় করেছেন শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খানের মায়ের ভূমিকায়। যদিও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রধান চরিত্র নয়, তথাপি চরিত্রটি পুরো গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে।

নির্মাতা সিদ্ধার্থ আনন্দ ও শাহরুখ উভয়েই এ চরিত্রের জন্য দীপিকাকে চেয়েছিলেন এবং দীপিকাও সানন্দে রাজি হন। 'কিং' সিনেমার গল্প এগিয়ে চলে প্রতিশোধ, সহানুভূতি আর সম্পর্কের জটিলতাকে কেন্দ্র করে। শাহরুখ এ সিনেমায় অভিনয় করছেন একজন পেশাদার খুনির চরিত্রে, যার জীবনে হঠাৎই প্রবেশ করে এক কিশোরী। এই কিশোরী চরিত্রেই থাকছেন সুহানা খান। এক নির্জীব ঘাতক আর আহত মেয়েটির সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে তোলে এক অদ্ভুত রসায়ন। যার গভীরে আছে প্রেম, মমতা আর অতীতের ক্ষত। এই চরিত্রগুলোর মাঝে দীপিকার ভূমিকাটি গল্পে নিয়ে আসে অতিরিক্ত আবেগ ও নাটকীয়তা।

প্রথমেই সিনেমাটি পরিচালনা করার কথা সুজয় ঘোষের। সেই সময় গল্পটি ছিল থ্রিলারধর্মী আর শাহরুখের চরিত্র ছিল অতিথি চরিত্রের মতো। কিন্তু যখন সিনেমাটি সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালনার দায়িত্ব নেন, এরপর তিনি সিনেমার গল্পে পরিবর্তন নিয়ে আসেন। এখন ছবিটি পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যাকশন থ্রিলার, যেখানে শাহরুখ অভিনয় করেছেন কেন্দ্রীয় চরিত্রে। শুরুতে সুহানার মায়ের চরিত্রে টাবুকে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু গল্পের রূপরেখা পরিবর্তনের কারণে যুক্ত হন দীপিকা।

এ সিনেমার ভিলেনের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিষেক বচ্চনকে। যিনি এক ভয়ংকর ও বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ হিসেবে হাজির হবেন। পাশাপাশি অভিনয় করেছেন 'মুঞ্জ্যা'খ্যাত অভয় ভার্মা। 'কিং' বর্তমানে প্রি-প্রোডাকশনের পর্যায়ে রয়েছে এবং আগামী মাসেই মুম্বাইয়ে সিনেমাটির দৃশ্যধারণ শুরু হবে বলে জানা গেছে। সব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটলে সিনেমাটি ২০২৬ সালের শেষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে জানান নির্মাতা।

ডি ব্রুইনির জায়গায় ম্যানসিটির নজরে যারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মৌসুম শেষে কেভিন ডি ব্রুইনি ম্যানচেস্টার সিটি ছাড়বেন। জুনেই তার সিটিজেনদের সঙ্গে চুক্তি শেষ। ইনজুরি প্রবণতার কারণে বেলজিয়াম মিডফিল্ডারের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করছে না ম্যানসিটি বোর্ড।

পেপ গার্দিওলার চিন্তা এখন ডি ব্রুইনির জায়গায় নতুন কাউকে খুঁজে বের করা। যে ব্রুইনিকে দুর্দান্তভাবে কাজে লাগিয়ে একের পর এক শিরোপা জিতেছেন গার্দিওলা তার উত্তরসূরী তৈরি করার চ্যালেঞ্জ এখন সাবেক বার্সা ও বায়ার্ন মিউনিখ কোচের।

এরই মধ্যে তরুণ বেশ কিছু অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ওই জায়গা পূরণে আলোচনায় এসেছেন। সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ম্যানসিটিও তাদের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করেছে।

ওই তালিকায় সবার ওপরে আছেন বায়ার লেভারকুসেনে খেলা ফ্লোরিয়ান উইর্টজ। ম্যানসিটি তাকে দলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বায়ার্ন মিউনিখ ও রিয়াল মাদ্রিদ তাকে দলে ভেড়ানোর লড়াইয়ে আছে বলে খবর। তবে দৌঁড়ে ম্যানসিটি এগিয়ে আছে বলেও সংবাদ মাধ্যমে খবর এসেছে। উইর্টজকে বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা প্লে মেকার মনে করা হয়।

এবারেসি এজের ওপরও চোখ রেখেছে ম্যানসিটি। ২৬ বছর বয়সী এই ইংলিশ মিডফিল্ডার ক্রিস্টাল প্যালেসে খেলছেন। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ছাড়াও তিনি লেফট উইঙ্গে খেলেন। তবে দুই ইংলিশ ফুটবলার গ্রিলিস ও ফোডেন হতাশ করেছে ম্যানসিটিকে। যা এজে থেকে সিটিকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে।

প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দারুণ খেলছেন ২২ বছর বয়সী অ্যাস্টন ভিলার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার মর্গান রজার্স। চলতি মৌসুমে ১৩ গোল ও ৯ গোলে সহায়তা দেওয়া রজার্সের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ খরচা করতে প্রস্তুত প্রিমিয়ার লিগের বড় বড় ক্লাব। ম্যানসিটি ছুটতে পারে তার পেছনে।

সেরা প্রতিভার বিচার করলে ফ্রান্সের ধারে কাছে নেই কোন দেশ। তরুণ ফুটবলাররা বড় বড় ক্লাবে আলো কাড়ছেন। অর্থ ঢাললে হতাশও করছেন না। ২১ বছর বয়সী রায়ান সের্কি তেমনই একজন। তিনি লিগ ওয়ানের ক্লাব লিওতে খেলছেন। ডি ব্রুইনির মতোই তার বুটে জাদু লেগে থাকে।

পেপ গার্দিওলার জহুরির চোখ ভলসবার্গের কেভিন ডি ব্রুইনিকে খুঁজে বের করেছিল। সিটিজেন শিবিরে এনে তাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার বানিয়েছেন। ডি ব্রুইনির উত্তরসূরীও বেলজিয়াম থেকে পেয়ে যেতে পারেন গার্দিওলা। আটালান্টায় আছেন বেলজিয়ামের ২৪ বছর বয়সী এক অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। যার নাম কার্লস ডি কেটেলারে। সিরি আ লিগে আটালান্টার তিনে থাকার পেছনে ভূমিকা আছে তার।

চ্যালেঞ্জটা পেপ গার্দিওলা নিতে পারেন জাভি সিমনকে দিয়ে। তার প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন নেই। বার্সার একাডেমির ফুটবলার। পিএসজিতে সংক্ষিপ্ত সময় কাটিয়েছেন। তবে দারুণ ফুটবল দেখিয়েছেন পিএসভিতে। বর্তমানে তিনি আরবি লাইপজিগে আছেন। জাভি সিমনকে কিনতে হলে ঝুঁকিও নিতে হবে ম্যানসিটির। এখনো যে নির্ভরযোগ্য কেউ হয়ে উঠতে পারেননি তিনি।

আইসিসির মাস সেরার তালিকায় আইয়ার-রাচিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আইসিসির মে মাসের সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে খেলা দুই ক্রিকেটার। তারা হলেন- চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় দলের মিডল অর্ডার ব্যাটার শ্রেয়াস আইয়ার। রানার্স আপ হওয়া দলের টপ অর্ডার ব্যাটার রাচিন রবীন্দ্র। এছাড়া নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফি আছেন তালিকায়।

গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আইয়ার ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৭২ রান করেন। তিনি ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭৯ রানের ইনিংস খেলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেমিফাইনালে ৪৫ রান করেন। গ্রুপ পর্বে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৮ রান করেন।

রাচিনের ব্যাট আরও চওড়া ছিল। তিনি টুর্নামেন্টে দুই সেঞ্চুরি তুলে নেন। তবে মার্চে তিন ওয়ানডে খেলে ১৫১ রান করেন। বল হাতে নেন ৩ উইকেট। সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শতক হাঁকান এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিউই ক্রিকেটার।

অসাধারণ এক মার্চ কাটিয়েছেন জ্যাকব ডাফি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুযোগ পাননি তিনি। তবে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-২০ সিরিজে ১৩ উইকেট নিয়েছেন। প্রথম ও চতুর্থ ম্যাচে তিনি যথাক্রমে ১৪ ও ২০ রান দিয়ে ৪টি করে উইকেট তুলে নেন। টি-২০ বোলিং র‌্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানও দখল করেছেন তিনি।

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে শাস্তি মেসি সতীর্থ মার্তিনেজের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বরাবরই ঠান্ডা মস্তিষ্কের ভদ্র ফুটবলার হিসেবে পরিচিতি আছে আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের। তবে এবার আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী স্ট্রাইকার লাওতারো মার্তিনেজের বিপক্ষে উঠেছে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ। আর এই অভিযোগে তাকে শাস্তিস্বরূপ জরিমানা করেছে ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (এফআইজিসি)।

টিওয়াইসি স্পোর্টসের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি জুভেন্টাসের বিপক্ষে ম্যাচের পর মার্তিনেজের বিরুদ্ধে 'ধর্ম অবমাননার' অভিযোগ আনে ফেডারেল প্রসিকিউটরের অফিস। অভিযোগে বলা হয়, ম্যাচ চলাকালে মার্তিনেজ দুইবার ধর্ম অবমাননাকর শব্দ উচ্চারণ করেন, যা টেলিভিশন সম্প্রচারে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তবে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ

সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন ইন্টার মিলান অধিনায়ক। কিন্তু তবুও বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালায় ফেডারেল প্রসিকিউটর অফিস।

তদন্ত শেষে অডিও রেকর্ডিংয়ে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে তাকে জরিমানা করা হয় ৫ হাজার ইউরো, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। তবে সেদিন ম্যাচ শেষে লাওতারো মার্তিনেজ উত্তেজিত হয়ে কী আপত্তিকর শব্দ বলেছিলেন সেটা পরিষ্কার করেনি এফআইজিসি। তাই এই তদন্ত শেষে কিছুটা ধোঁয়াশাও রয়ে গেছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR